ভূমিকা ঃ

মূল্য সংযোজন কর আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপনসমূহ এবং জারীকৃত আদেশসমূহ সংকলিত অবস্থায় পুস্তকাকারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ছাড়াও আইনজীবী ও লেখকগণ প্রকাশ করে বাজারে সহজপ্রাপ্য রাখছেন। কিন্তু আইন, আদেশ ও বিধানাবলী ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ্যে সহজবোধ্য নাও হতে পারে। অথচ স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাবে অনেক করদাতা যথাযথভাবে কর প্রদান করতে পারেন না। করদাতা এবং ক্রেতা সাধারণকে কর প্রদান ও কর আদায় নিশ্চিত করতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সহজবোধ্যভাবে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, টার্ণওভার কর ও আবগারী শুল্ক সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পুস্তিকাসমূহ প্রণয়ন করেছে ঃ

পুস্তিকা নং-১ ঃ মূসক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য
পুস্তিকা নং-২ ঃ নিবন্ধন
পুস্তিকা নং-৩ ঃ টার্ণওভার কর
পুস্তিকা নং-৪ ঃ মূল্য ঘোষণা
পুস্তিকা নং-৫ ঃ হিসাব পুস্তক ও দলিলাদি সংরক্ষণ
পুস্তিকা নং-৬ ঃ চালানপত্র
পুস্তিকা নং-৭ ঃ উপকরণ কর রেয়াত ও সমন্বয়
পুস্তিকা নং-৮ ঃ দাখিলপত্র
পুস্তিকা নং-৯ ঃ ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক
পুস্তিকা নং-১০ ঃ মূসক ব্যবস্থায় ECR/POS ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১১ ঃ মূসক ব্যবস্থায় স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১২ ঃ ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং এবং বীমা সেবার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৩ ঃ আমদানি পর্যায়ে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৪ ঃ মূসক ব্যবস্থায় রপ্তানি কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৫ ঃ মূসক ব্যবস্থায় প্রত্যর্পণ কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৬ ঃ অপরাধ, শাস্তি ও আপীলের বিধান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে যে, প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহ পাঠে করদাতা ও ক্রেতা সাধারণ মূল্য সংযোজন কর আইন ও প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন হবেন এবং তা সরকারের রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

১। মূসক স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহারের উদ্দেশ্য ঃ

মূল্য সংযোজন কর আদায়ের পরিমাণের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত কতিপয় খাতের মূসক ফাঁকি রোধকল্পে, পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক প্রদানের প্রমাণস্বরূপ উক্ত পণ্যসমূহের প্রতি এককের মোড়কের বা পাত্রের বা আধারের গায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূসক বা রাজস্ব স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহারের বিধান রয়েছে।

২। যে সকল পণ্যে মূসক স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার করতে হয় ঃ

নিচের পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে মূসক স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার বাধ্যতামূলক ঃ

- সিগারেট,
- বিড়ি বা হাতে তৈরী সিগারেট,
- কোমল পানীয়,
- মিনারেল ওয়াটার বা পিউরিফায়েড ড্রিংকিং ওয়াটার, ও
- টয়লেট সাবান।

৩। মূসক স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল এর ধরণ ও প্রকারভেদ ঃ

পণ্যভেদে এবং মোড়কভেদে মূসক স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, যেমন ঃ

- মেশিনে তৈরী ফিল্টারযুক্ত বা ফিল্টারবিহীন সিগারেটের ক্ষেত্রে- প্রতি প্যাকেটের গায়ে বিশেষ কাগজে বিশেষ রং দ্বারা মুদ্রিত স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার করতে হয়;

- বিড়ি বা হাতে তৈরী সিগারেটের ক্ষেত্রে- ২৫ শলাকার প্রতি প্যাকেটের গায়ে কাগজে মুদ্রিত একটি করে ব্যান্ডরোল ব্যবহার করতে হয়;
- কোমল পানীয় এবং মিনারেল ওয়াটার বা পিউরিফায়েড ড্রিংকিং ওয়াটারের ক্ষেত্রে- প্রতিটি পাত্র বা আধার (বোতল/ক্যান/জার)-এর মুখ ও ছিপি বা কর্ক এর সংযোগস্থলে প্লাস্টিক বা পিভিসি ফিল্মের উপর মুদ্রিত ব্যান্ডরোল ব্যবহার করতে হয়;

- টয়লেট সাবানের ক্ষেত্রে- প্রতিটি মোড়কের উপর প্লাস্টিক বা PET (Poly Ethylene Terephthallate) ফিল্মের উপর মুদ্রিত স্ট্যাম্প ব্যবহার করতে হয়;

৪। মূসক স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোলের বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) সিগারেট-

- হার্ড এন্ড সফ্‌ট প্যাকেটে লাগানোর জন্য প্রতিটি স্ট্যাম্পের দৈর্ঘ্য ৪৫ মিমি ও প্রস্থ ২০ মিমি, প্রধান রং আকাশী নীল, গোলাপী, হালকা সবুজ ও হালকা হলুদ (সম্পূরক শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে বিভিন্ন মূল্যস্তরের সিগারেটের প্যাকেটে বিভিন্ন রঙের স্ট্যাম্প ব্যবহার্য);

- শেল এন্ড স্লাইড ধরণের প্যাকেটে লাগানোর জন্য প্রতিটি ব্যান্ডরোল এর দৈর্ঘ্য ১৪০±০.৫ মিমি ও প্রস্থতে ১৪±০.২৫ মিমি, প্রধান রং হালকা নীল ও গোলাপী;

(২) বিড়ি-

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত মূল্যমানের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সংবলিত এবং সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক মুদ্রিত ব্যান্ডরোল;

(৩) কোমল পানীয় এবং মিনারেল ওয়াটার-

- কোমল পানীয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ পিভিসি ফিল্মের ব্যান্ডরোলের উপর লাল কালিতে পণ্যের পরিমাণ (মিলিলিটারে) ও সবুজ কালিতে NBR মুদ্রিত এবং Covert-Overt Feature সম্বলিত হলোগ্রাফিক ফয়েল যুক্ত থাকতে হবে;

- মিনারেল ওয়াটারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ পিভিসি ফিল্মের ব্যান্ডরোলের উপর গোলাপী কালিতে পণ্যের পরিমাণ (মিলিলিটারে) ও আকাশী নীল কালিতে NBR মুদ্রিত এবং Covert-Overt Feature সম্বলিত হলোগ্রাফিক ফয়েল যুক্ত থাকতে হবে;

(৪) টয়লেট সাবান- স্বচ্ছ পিভিসি ফিল্মের স্ট্যাম্পের কমলা কালিতে পণ্যের ওজন (গ্রামে) ও বেগুনি কালিতে NBR মুদ্রিত এবং Covert-Overt Feature সংবলিত হলোগ্রাফিক ফয়েল যুক্ত থাকতে হবে;

৫। মূসক স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল সংগ্রহ ঃ

- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (SPCBL) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল মুদ্রণ এবং বিতরণের কাজ করে থাকে;

- সিগারেট, কোমলপানীয়, মিনারেল ওয়াটার ও টয়লেট সাবানে ব্যবহার্য স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল সংশ্লিষ্ট মূসক দপ্তরের প্রত্যায়ন সাপেক্ষে SPCBL থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে হয়;

- SPCBL বিড়িতে ব্যবহার্য ব্যান্ডরোল মূদ্রণপূর্বক ডাক বিভাগে সরবরাহ করে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকার নির্ধারিত হারে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান সাপেক্ষে ডাক বিভাগ থেকে বিড়িতে ব্যবহার্য ব্যান্ডরোল সংগ্রহ করতে হয়।

৬। মূসক স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল লাগানোর পদ্ধতি ঃ

(১) সিগারেট-

- স্ট্যাম্পিং মেশিন দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ট্যাম্প লাগাতে হবে;

- হার্ড এন্ড সফ্‌ট্ প্যাকেটের সিগারেট সরবরাহের পূর্বে প্যাকেটের মুখে এমনভাবে স্ট্যাম্প লাগাতে হবে যাতে উক্ত স্ট্যাম্পটি না ছিঁড়ে প্যাকেট খোলা না যায়;

- শেল এন্ড স্লাইড প্যাকেটের প্রস্থের দিকে দুই প্রান্তের স্লাইডকে যুক্ত করে এমনভাবে ব্যান্ডরোল লাগাতে হবে যেন ব্যান্ডরোলটি না ছিঁড়ে প্যাকেটের কোন মুখ খোলা না যায়;

(২) বিড়ি-

বিড়ির প্যাকেটে ব্যান্ডরোল আঁঠা দিয়ে লম্বালম্বি এমনভাবে লাগাতে হবে যেন প্যাকেটের উভয় প্রান্তের মুখ আবৃত থাকে এবং ব্যান্ডরোল না ছিঁড়ে তা বিড়ির প্যাকেট থেকে আলাদা করা না যায়;

(৩) কোমল পানীয় বা মিনারেল ওয়াটার-

- হিট শ্রিংকিং মেশিন দিয়ে যান্ত্রিক বা আধা-যান্ত্রিকভাবে ব্যান্ডরোল লাগাতে হবে;
- কর্ক বা ছিপিকে আবৃত করে ব্যান্ডরোল এমনভাবে লাগাতে হবে যেন কর্ক বা ছিপি খুলতে গেলে ব্যান্ডরোল ছিঁড়ে যায়;

(৪) টয়লেট সাবান-

- এপ্লিকেটর মেশিন দিয়ে যান্ত্রিকভাবে স্ট্যাম্প লাগাতে হবে;
- টয়লেট সাবানের প্যাকেটের দুই প্রান্তে হট স্ট্যাম্পিং পদ্ধতিতে স্ট্যাম্প এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে সাবানের প্যাকেট খোলার সময় স্ট্যাম্পটি অকেজো হয়ে যায়।

৭। **সিগারেট বা বিড়ির স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল আসল-নকল চেনার সহজ উপায় ঃ**

- স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোলের শাপলা চিহ্নিত অংশে পানি দিয়ে হালকাভাবে ঘষলে শাপলার নীল রং উঠে যাবে, এটাই আসল ব্যান্ডরোল;
- পানির সংস্পর্শে নকল ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্পের শাপলার নীল রং উঠবে না।

৮। **সিগারেট বা বিড়ির ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্প চেনার উপায় ঃ**

- কোন প্যাকেট হতে ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্প উঠানোর সময় শাপলার নীল রং ছড়িয়ে যায়, ফলে শাপলা আর চেনা যায়না;
- কোন প্যাকেট থেকে ব্যান্ডরোল উঠানোর সময় ছিঁড়ে যায়, অনেকে তা জোড়া লাগিয়ে ব্যবহার করে, ভালোভাবে পরীক্ষা করলে জোড়া বোঝা যায়;
- একাধিকবার ব্যবহারের কারণে ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্পটিতে দ্বিতীয়বার আঠা লাগাতে হয়। ফলে সেটির পুরুত্ব বেড়ে যায় এবং শক্ত লাগে।

৯। **আমদানিকৃত সিগারেট দেশীয় বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যান্ডরোল ব্যবহার ঃ**

- আমদানিকৃত সিগারেট দেশীয় বাজারে বিক্রয়ের পূর্বে ব্যান্ডরোল লাগাতে হবে;
- আমদানিকারককে এই মর্মে অঙ্গীকার করতে হবে যে, আমদানিকৃত সিগারেট বাজারজাতকরণের পূর্বে তাতে ব্যান্ডরোল লাগানো হবে;
- আমদানি শুল্ক স্টেশনে সংশ্লিষ্ট মূসক বিভাগীয় কর্মকর্তার প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে যে, উক্ত আমদানিকারকের কারখানায় স্ট্যাম্পিং মেশিন স্থাপিত আছে।

১০। **নকল বা জাল ব্যান্ডরোল/ স্ট্যাম্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূসক আইনে এবং অন্য কোন আইনের আওতায় কিরূপ শাস্তির বিধান আছে?**

- মূসক আইনে নির্ধারিত পণ্যের গায়ে/সাথে যথানিয়মে ব্যান্ডরোল লাগানা না থাকলে, বা ব্যান্ডরোলের ব্যবহার সম্পর্কে যে বিধিবিধান রয়েছে, তা লংঘিত হলে, উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তসহ অর্থদণ্ড আরোপের বিধান রয়েছে। এছাড়া স্পেশাল জজ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে।
- এছাড়া বাংলাদেশ দন্ডবিধির ধারা ২৫৫ থেকে ২৬৩ এর আওতায় সরকারী স্ট্যাম্প (ব্যান্ডরোলসহ) জাল করা, জাল স্ট্যাম্প বিক্রয় করা, জাল স্ট্যাম্প খাঁটি মর্মে চালানোর চেষ্টা করা, পূর্বে ব্যবহৃত স্ট্যাম্পকে পুনরায় ব্যবহারের চেষ্টা করা- ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড আরোপের বিধান রয়েছে।

এ পুস্তিকার কোন বক্তব্য বা পরিভাষা বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন ও এর বিধিবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলে আইন ও বিধিবিধানের পরিভাষাই প্রাধিকার পাবে। এ বিষয়ে আরো কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মূসক স্থানীয় কার্যালয় (সার্কেল), বিভাগীয় দপ্তর, কমিশনারেটের সদর দপ্তর, নিকটস্থ মূল্য সংযোজন কর কার্যালয় বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক অনুবিভাগের কোন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূল্য সংযোজন কর অনুবিভাগ, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৩০৬৬২, ৮৩৬১৪৩২, ৯৩৫২৫৩০, ৯৩৫৮৭২৮, ৮৩২২৬৯৯ পিএবিএক্সঃ ৮৩১৮১২০-২৬ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৬১৪৩
বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), মূল্য সংযোজন কর, ৬ষ্ঠ তলা, দ্বিতীয় ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৬২৯৬২, ৯৩৬২৯৬৩, ৯৩৬২৯৬৪, ৯৩৬২৯৬৫ ফ্যাক্সঃ ৯৩৬২৯৬০
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেট, ১৬০/এ, আইডিইবি ভবন (৪র্থ ও ৫ম তলা), কাকরাইল, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৩৫৫৯৬৪, ৯৩৩৭২৪৫, ৯৩৪০১২৪, ৯৩৫১৬৯৬ পিএবিএক্সঃ৮৩১১৮১১-৪ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৫৪৫৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট, বাড়ী-০৬, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৯৬৩১১৫, ৮৯৬৩১১৬, ৮৯৬৩১১৮, ৮৯১১৬৪৯ ফ্যাক্সঃ ৮৯১৩৪৩৩
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, চট্টগ্রাম কমিশনারেট, সিজিও বিল্ডিং নং-১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম-৪১০০।	ফোনঃ ২৫২৪০৩৭, ৭২১৪৩২, ৭২৩১৩৩, ৭২৪০৮৬ ফ্যাক্সঃ ৭১৫৮০৮
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, রাজশাহী কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯৬, সেক্টর-০২, রাজশাহী হাউজিং এস্টেট, উপশহর, রাজশাহী।	ফোনঃ ৮৬১১০১, ৮৬১১০৫, ৮৬১১০৩, ৮৬১১০৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬১৭১৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, সিলেট কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯, রোড-১৪/২৪, ব্লক-ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।	ফোনঃ ২৮৩০৭৪১, ৮১০০৮৩, ৮১০০৮১ ফ্যাক্সঃ ২৮৩১৫৯৬
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, খুলনা কমিশনারেট, খালিশপুর, খুলনা।	ফোনঃ ৭৬১৭০৩, ৭৬২৪২৮, ৮৬১২১৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬২৫৯৪
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, যশোর কমিশনারেট, ভোলা ট্যাংক রোড, যশোর।	ফোনঃ ৬৮৪৩৪, ৬৮৪৩৫ ফ্যাক্সঃ ৬৩৪০৫।